Unit 1: What is Politics?

১. "রাজনীতি" কথাটির অর্থ কী?

রাজনীতি হলো একদল মানুষ কীভাবে একসঙ্গে সিদ্ধান্ত নেয়, ক্ষমতা ব্যবহার করে এবং মতবিরোধ মেটায় — তার পদ্ধতি। এটি মানবজীবনের সবচেয়ে মৌলিক বিষয়গুলোর একটি, তবু এর সঠিক অর্থ নিয়ে আজও মতভেদ আছে।

সহজ কথায়, রাজনীতি মানে তিনটি জিনিস:

1. **দলগত সিদ্ধান্ত নেওয়া** — একটি পরিবার, স্কুল, অফিস বা দেশ কীভাবে ঠিক করে কী করবে।
2. **ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ব্যবহার** — কার হাতে ফলাফলকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা আছে।
3. **ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য** — যারা আলাদা জিনিস চায়, সাধারণ মঙ্গলের জন্য তাদের একসঙ্গে আনা।

গ্রিক দার্শনিক **অ্যারিস্টটল** রাজনীতিকে **"সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান" (master science)** বলেছেন। কারণ রাজনীতি নগর-রাষ্ট্রের (*পোলিস*) জীবনের সব দিককে সংগঠিত করে এবং নাগরিকদের সুন্দর জীবন গড়তে সাহায্য করে।

মনে রাখো:

- রাজনীতি **শুধু সরকারের বিষয় নয়**। পরিবার, স্কুল, অফিস এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যেও রাজনীতি থাকে।
- রাজনীতির দুটি দিক আছে: **সহযোগিতা** (একমত হয়ে একসঙ্গে কাজ করা) এবং **সংঘাত** (মতবিরোধ সামলানো)।

২. সময়ের সঙ্গে রাজনীতির ধারণা কীভাবে বদলেছে

রাজনীতির অর্থ বদলেছে — গ্রিক যুগে **নৈতিকতা**, মধ্যযুগে **ধর্ম**, আর আধুনিক যুগে **ক্ষমতা ও রাষ্ট্র**।

গ্রিক যুগ	→	মধ্যযুগ	→	আধুনিক যুগ
রাজনীতি = সুন্দর জীবন		রাজনীতি = ঈশ্বরের বিধান		রাজনীতি = ক্ষমতা ও রাষ্ট্র

ক) গ্রিক (ধ্রুপদী) দৃষ্টিভঙ্গি — অ্যারিস্টটল

- রাজনীতি ছিল **রাষ্ট্র ও সরকারের যুক্তিসম্মত পাঠ**। এর লক্ষ্য ছিল নাগরিকদের জীবন উন্নত করা এবং একটি ভালো সমাজ গড়া।

SKC@Department of Political Science

- রাজনীতি চলত **পোলিস** বা নগর-রাষ্ট্রে, যেখানে স্বাধীন নাগরিকেরা সিদ্ধান্ত নেওয়ায় অংশ নিত।
- এটি ছিল **আদর্শমূলক (normative)**: শুধু "কী আছে" নয়, "কী **হওয়া উচিত**" — সেই প্রশ্নও করত।
- অ্যারিস্টটল বলেছেন, মানুষ **"রাজনৈতিক প্রাণী"** (*জুন পলিটিকন*)। আমরা স্বভাবতই দলবদ্ধভাবে বাস করি, আর ভালো মানুষ হতে ও সাধারণ মঙ্গল পেতে রাজনীতির দরকার হয়।
- রাজনীতি হলো সমাজে **ন্যায়, আইন ও নৈতিক শৃঙ্খলা** প্রতিষ্ঠার বিষয়।

খ) মধ্যযুগীয় (ধর্মীয়) দৃষ্টিভঙ্গি

- মধ্যযুগে রাজনীতি **ধর্মতাত্ত্বিক** হয়ে ওঠে। খ্রিস্টীয় চিন্তাবিদেরা রাজনৈতিক শৃঙ্খলাকে ঈশ্বরের বিধানের সঙ্গে যুক্ত করেন।
- একটি বড় প্রশ্ন ছিল **চার্চ ও রাষ্ট্রের** সম্পর্ক।
- মনে করা হতো, শাসক তাঁর ক্ষমতা পান **ঈশ্বরের কাছ থেকে**, শুধু মানুষের সম্মতি থেকে নয়।
- শাসক ও প্রজা — উভয়েরই **নৈতিক ও ধর্মীয় কর্তব্য** ছিল। রাজনীতি ছিল এক বৃহত্তর মহাজাগতিক ও নৈতিক শৃঙ্খলার অংশ।

গ) আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি

- ষোড়শ শতাব্দী থেকে **মেকিয়াভেলি** ও **হবস**, এবং পরে **উদারনীতিবাদী** ও **মার্কসবাদী** চিন্তাবিদেরা দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেন।
- রাজনীতি হয়ে ওঠে **বাস্তবমুখী ও তথ্যনির্ভর (empirical)**। মূল বিষয় হয় রাষ্ট্র, আইন, সার্বভৌমত্ব, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব।
- "রাজনৈতিক" বলতে বোঝানো হয়: রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ, ক্ষমতা ও সম্পদের বণ্টন, এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত ও আপস।

আধুনিক চিন্তাবিদেরা রাজনীতিকে প্রধানত তিনভাবে দেখেন:

দৃষ্টিভঙ্গি	সহজ অর্থ
ক্ষমতা হিসেবে রাজনীতি	কে কী পায়, কখন ও কীভাবে পায় (হ্যারল্ড ল্যাসওয়েল)
জননীতি হিসেবে রাজনীতি	সমাজের কল্যাণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ
সংগ্রাম হিসেবে রাজনীতি	মূল্যবোধ, সম্পদ ও পরিচয় নিয়ে সংঘাত

৩. রাজনীতির বিভিন্ন সংজ্ঞা

পণ্ডিতেরা রাজনীতিকে প্রধানত পাঁচভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, এবং প্রতিটি সংজ্ঞা রাজনৈতিক জীবনের আলাদা একটি দিক দেখায়।

সংজ্ঞা	মূল বিষয়	দুর্বলতা বা মূল ধারণা
সরকারি কাজকর্ম হিসেবে রাজনীতি	প্রতিষ্ঠান: আইনসভা, শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ	সরকারের বাইরের রাজনীতিকে উপেক্ষা করে
ক্ষমতা হিসেবে রাজনীতি	প্রভাব, বলপ্রয়োগ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ	ল্যাসওয়েল: "কে কী পায়, কখন, কীভাবে"
জননীতি হিসেবে রাজনীতি	সাধারণ মঙ্গলের জন্য নীতি	রাজনীতিকে কল্যাণ, উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে যুক্ত করে
স্বার্থের সমন্বয় হিসেবে রাজনীতি	ভিন্ন ও বিরোধী স্বার্থ সামলানো	লক্ষ্য একটি সম্মিলিত সিদ্ধান্ত
"রাজনৈতিক" হিসেবে রাজনীতি	যেকোনো গোষ্ঠীতে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ও সংঘাত	লিঙ্গ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও দৈনন্দিন জীবনও এর অন্তর্ভুক্ত

"রাজনৈতিক" (the Political) ধারণা

"রাজনৈতিক" ধারণাটি সরকারের চেয়ে অনেক বড়। কোনো পরিস্থিতি তখনই রাজনৈতিক, যখন:

- **ক্ষমতা** ব্যবহার করা হয়,
- **সিদ্ধান্ত** গোটা দলের উপর প্রভাব ফেলে, এবং
- **স্বার্থের সংঘাত** হয় ও আলোচনার দরকার পড়ে।

দৈনন্দিন জীবনের উদাহরণ:

- **পরিবার** — টাকা কীভাবে খরচ হবে, তা কে ঠিক করে।
- **কর্মক্ষেত্র** — বেতন ও নিয়ম নিয়ে মালিকপক্ষ বনাম শ্রমিক।
- **সামাজিক আন্দোলন** — অধিকার ও ন্যায়ের দাবিতে মানুষের আন্দোলন।
- **আন্তর্জাতিক সম্পর্ক** — বিভিন্ন দেশের আলোচনা বা যুদ্ধ।

এই ধারণা ছাত্রছাত্রীদের বোঝায় যে রাজনীতি শুধু সংসদে নয়, দৈনন্দিন জীবনেও ঘটে।

৪. কেন আমরা রাজনীতি পড়ব?

রাজনীতি পড়লে আমরা আরও সচেতন নাগরিক হই। এটি আমাদের সাহায্য করে:

1. সমাজে **ক্ষমতা কীভাবে কাজ করে** তা বুঝতে।
2. **আইন, নীতি ও প্রতিষ্ঠান** মানুষের জীবনে কী প্রভাব ফেলে তা দেখতে।
3. **ন্যায়, অধিকার ও সাম্য** নিয়ে যুক্তিপূর্ণভাবে ভাবতে।
4. **গণতন্ত্রে ভালোভাবে অংশ নিতে** — ভোটদান, আন্দোলন ও জনবিতর্ক।
5. উদারনীতিবাদ, সমাজতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ ইত্যাদি রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও মতাদর্শের **তুলনা** করতে।

৫. ভারতীয় রাজনৈতিক ধারণা

ভারতীয় চিন্তায় রাজনীতি হলো **ধর্ম** দ্বারা পরিচালিত এক **নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলার** অংশ। পাশ্চাত্য চিন্তার মতো এটি মূলত রাষ্ট্র ও ব্যক্তির লড়াই নয়। শাসকের ক্ষমতা নৈতিক কর্তব্য দিয়ে সীমাবদ্ধ, আর ক্ষমতা নিজেই কখনো লক্ষ্য নয়।

ক) মূল ধারণা: ধর্ম হিসেবে রাজনীতি

- **ধর্ম** মানে শুধু "রিলিজিয়ন" নয়। এর অর্থ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য **নৈতিক বিধান, কর্তব্য ও ন্যায়সঙ্গত শৃঙ্খলা**।
- রাজনীতি ধর্মেরই একটি শাখা। রাজার কর্তব্য, অর্থাৎ **রাজধর্ম**, হলো ধর্ম রক্ষা করা, প্রজাদের রক্ষা করা এবং সবার কল্যাণ নিশ্চিত করা।
- রাষ্ট্র **নৈতিকতা থেকে আলাদা নয়**; এটি এক নৈতিক জগতের ভেতরে অবস্থিত।

এর থেকে তিনটি মূল বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়:

- **ক্ষমতার নৈতিক ভিত্তি** — ক্ষমতা তখনই বৈধ, যখন তা ধর্ম মেনে ব্যবহার করা হয়।
- **কল্যাণমুখিতা** — রাষ্ট্রের কাজ সবার কল্যাণ (**সর্বোদয়**)।
- **আধ্যাত্মিক আদর্শবাদ** — রাজনীতিকে শুধু বস্তুগত নয়, উচ্চতর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখা হয়।

খ) প্রাচীন উৎস

১. বৈদিক ও ধর্মীয় গ্রন্থ (বেদ, উপনিষদ, পরে মনুস্মৃতি)

- **ঋত** মানে মহাজাগতিক শৃঙ্খলা; **ধর্ম** হলো তার মানবিক রূপ।

Department of Political Science

- রাজপদকে কিছুটা **পবিত্র** মনে করা হতো, কিন্তু রাজা নৈতিক কর্তব্যে বাঁধা ছিলেন।
- ধর্ম, নৈতিকতা ও রাজনীতি একসঙ্গে যুক্ত ছিল।

২. মহাকাব্য (রামায়ণ ও মহাভারত)

- এগুলো আদর্শ রাজত্বের দৃষ্টান্ত দেখায়।
- **রাম** হলেন আদর্শ রাজা (*মর্যাদা পুরুষোত্তম*), যিনি ব্যক্তিগত ক্ষতি সয়েও ধর্ম পালন করেন।
- কাহিনিগুলো সংঘাত, কর্তব্য, ন্যায় এবং ধর্ম ভাঙার পরিণাম দেখায়। এখানে রাজনীতি এক **নৈতিক নাটক**।

৩. কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র

- কৌটিল্য (চাণক্য) **রাষ্ট্রনীতি, ক্ষমতা ও প্রশাসন** নিয়ে একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থ লেখেন।
- এটি **বাস্তববাদী**: ক্ষমতা, সার্বভৌমত্ব, কূটনীতি, যুদ্ধ ও গুপ্তচরবৃত্তি নিয়ে আলোচনা করে।
- তবু কৌটিল্য **রাজধর্মের** উপর জোর দেন — রাজাকে নিজের জন্য নয়, প্রজার কল্যাণের জন্য কাজ করতে হবে।

সংক্ষেপে: প্রাচীন ভারতীয় চিন্তায় **আদর্শবাদ** (মহাকাব্য, ধর্মশাস্ত্র: নৈতিক কর্তব্য হিসেবে রাজনীতি) ও **বাস্তববাদ** (অর্থশাস্ত্র: কৌশলগত ক্ষমতা হিসেবে রাজনীতি) মিশে আছে, দুটোই ধর্মের কাঠামোর মধ্যে।

গ) গুরুত্বপূর্ণ ধারণা

সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব (রাষ্ট্রের সাতটি অঙ্গ) — রাষ্ট্র যেন সাতটি অঙ্গবিশিষ্ট একটি জীবন্ত দেহ:

ক্রম	সংস্কৃত শব্দ	অর্থ
১	স্বামী	রাজা
২	অমাত্য	মন্ত্রী
৩	জনপদ	ভূখণ্ড ও জনগণ
৪	দুর্গ	দুর্গ
৫	কোষ	রাজকোষ
৬	দণ্ড	সেনাবাহিনী / বলপ্রয়োগ
৭	মিত্র	মিত্র রাষ্ট্র

SKC @ Department of Political Science

এটি দেখায় যে রাষ্ট্র শুধু একখণ্ড জমি নয়; এটি মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের এক সম্পূর্ণ ব্যবস্থা।

দণ্ডনীতি (শাসন ও শাস্তির বিজ্ঞান)

- **আইনশৃঙ্খলা** বজায় রাখে।
- **ন্যায্য বলপ্রয়োগের** মাধ্যমে ধর্ম রক্ষা করে।
- ক্ষমতা তখনই বৈধ, যখন তা ন্যায় দেয় এবং **দুর্বলকে রক্ষা করে**।

সর্বোদয় (সকলের কল্যাণ)

- রাজনীতির লক্ষ্য **সম্মিলিত কল্যাণ**, শুধু ব্যক্তিগত লাভ নয়।
- ধারণাটি প্রাচীন; আধুনিক যুগে **গান্ধীজি** এটিকে নতুন করে তুলে ধরেন।

৬. ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তার বৈশিষ্ট্য ও পরবর্তী বিকাশ

ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তা সামগ্রিক, নৈতিক ও সমন্বয়মুখী; এটি প্রাচীন ধর্মের ধারণা থেকে আধুনিক সাংবিধানিক গণতন্ত্রে বিকশিত হয়েছে।

ক) বিশেষ বৈশিষ্ট্য

1. **সামগ্রিক ও সর্বজনীন** — অর্থনীতি, সমাজ, পরিবার, ধর্ম ও রাজনীতিকে আলাদা না করে একসঙ্গে আলোচনা করা হয়।
2. **নৈতিক ও আধ্যাত্মিক** — বাস্তববাদী কৌটিল্যও রাজধর্মের কথা বলেন। **শ্রীঅরবিন্দের** মতো আধ্যাত্মিক চিন্তাবিদ রাজনীতিকে আত্ম-উপলব্ধি ও সামাজিক পরিবর্তনের পথ হিসেবে দেখেছেন।
3. **সংঘাত নয়, সমন্বয়** — পাশ্চাত্য চিন্তা প্রায়ই সংঘাত থেকে শুরু হয় (রাষ্ট্র বনাম ব্যক্তি, স্বাধীনতা বনাম কর্তৃত্ব)। ভারতীয় চিন্তা **ঐকমত্য, সম্প্রীতি ও সমন্বয়ের** উপর জোর দেয়।
4. **সারগর্ভ গণতন্ত্র** — গণতন্ত্রকে শুধু ভোটের মতো পদ্ধতি দিয়ে নয়, **ন্যায়, কল্যাণ ও নৈতিকতা** দিয়ে বিচার করা হয়।

খ) মধ্যযুগ

- ইসলামি শাসনের সময় **বরনি** ও **আবুল ফজলের** মতো চিন্তাবিদেরা ভারতীয় ধর্মীয় ধারণার সঙ্গে ইসলামি ন্যায় ও রাজত্বের ধারণা মিশিয়েছিলেন।
- রাজাকে তখনও **রক্ষাকর্তা ও কল্যাণের প্রবর্তক** হিসেবে দেখা হতো, যদিও ভিন্ন ধর্মীয় ভাষায়।

গ) আধুনিক ভারতীয় চিন্তাবিদ

Srikrishna College Department of Political Science

চিন্তাবিদ	রাজনীতি সম্পর্কে মূল ধারণা
মহাত্মা গান্ধী	**সত্য** ও **অহিংসার** উপর ভিত্তি করে রাজনীতি; নৈতিক আত্মসংযম; দরিদ্রতমের কল্যাণ (**অন্ত্যোদয়**); রাজনীতি আধ্যাত্মিক ও সামাজিক পরিবর্তনের পথ
জওহরলাল নেহরু	**ধর্মনিরপেক্ষ ও যুক্তিবাদী**, তবে ন্যায়, সাম্য ও জাতীয় ঐক্যের ভারতীয় আদর্শে প্রভাবিত
বি. আর. আম্বেদকর	জাতিভেদ প্রথার সমালোচনা; ধর্মকে **সামাজিক ন্যায় ও সাম্য** হিসেবে দেখেছেন; **সাংবিধানিক গণতন্ত্রকে** আধুনিক রাজনৈতিক নৈতিকতা হিসেবে সমর্থন করেছেন

এভাবে ভারতীয় রাজনীতি প্রাচীন ধর্মীয় আদর্শ থেকে আধুনিক সাংবিধানিক মূল্যবোধে পৌঁছেছে, কিন্তু ন্যায়, কল্যাণ ও নৈতিক দায়িত্বের উপর জোর বজায় রেখেছে।

ঘ) ভারতীয় বনাম পাশ্চাত্য ধারণা — সারসংক্ষেপ

বিষয়	ভারতীয় ধারণা	পাশ্চাত্য ধারণা (সাধারণভাবে)
মূল নীতি	ধর্ম (নৈতিক কর্তব্য, ন্যায়সঙ্গত শৃঙ্খলা)	স্বাধীনতা, অধিকার, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য
রাষ্ট্র ও ধর্মের সম্পর্ক	সীমারেখা নরম; রাজনীতি নৈতিকতার ভেতরে	প্রায়ই স্পষ্ট বিভাজন (ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র)
প্রধান আলোচ্য	আত্মমুক্তি, নৈতিকতা, নেতৃত্ব, কল্যাণ	রাষ্ট্র–ব্যক্তি সম্পর্ক, ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠান
দৃষ্টিভঙ্গি	সমন্বয়, নৈতিক আদর্শবাদ	সংঘাত, পদ্ধতি ও নিয়মকানুন
লক্ষ্য	সবার কল্যাণ, ন্যায়, মহাজাগতিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা	অধিকার রক্ষা, স্বাধীনতার প্রসার

৭. পুনরাবৃত্তি, শব্দকোষ ও অনুশীলনী প্রশ্ন

ক) দ্রুত পুনরাবৃত্তি

- রাজনীতি = দলগত সিদ্ধান্ত + ক্ষমতার ব্যবহার + স্বার্থের ভারসাম্য।

- অ্যারিস্টটল: রাজনীতি "সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান"; মানুষ "রাজনৈতিক প্রাণী"।
- সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন: নৈতিকতা (গ্রিক) → ধর্ম (মধ্যযুগ) → ক্ষমতা ও রাষ্ট্র (আধুনিক)।
- ল্যাসওয়েল: রাজনীতি হলো "কে কী পায়, কখন, কীভাবে"।
- "রাজনৈতিক" বিষয় পরিবার, কর্মক্ষেত্র, আন্দোলন ও দেশে-দেশে দেখা যায়।
- ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি: রাজনীতি **ধর্মের** অংশ; রাজা **রাজধর্ম** পালন করেন।
- কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র = ধর্মের কাঠামোর মধ্যে বাস্তববাদ।
- সপ্তাঙ্গ = রাষ্ট্রের সাতটি অঙ্গ।
- গান্ধী (সত্য, অহিংসা, সর্বোদয়), নেহরু (ধর্মনিরপেক্ষ, যুক্তিবাদী), আম্বেদকর (সামাজিক ন্যায়, সংবিধান)।

খ) গুরুত্বপূর্ণ শব্দকোষ

শব্দ	অর্থ
পোলিস (Polis)	গ্রিক নগর-রাষ্ট্র
জুন পলিটিকন (Zoon politikon)	"রাজনৈতিক প্রাণী" (অ্যারিস্টটল)
আদর্শমূলক (Normative)	কী হওয়া উচিত, সে সম্পর্কিত
অভিজ্ঞতাভিত্তিক (Empirical)	পর্যবেক্ষণ ও তথ্যের উপর নির্ভরশীল
সার্বভৌমত্ব (Sovereignty)	রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা
ধর্ম (Dharma)	নৈতিক বিধান, কর্তব্য, ন্যায়সঙ্গত শৃঙ্খলা
ঋত (Rta)	মহাজাগতিক শৃঙ্খলা (বৈদিক ধারণা)
রাজধর্ম (Rajadharma)	রাজার কর্তব্য
দণ্ডনীতি (Dandaniti)	শাসন ও শাস্তির বিজ্ঞান
সপ্তাঙ্গ (Saptanga)	রাষ্ট্রের সাতটি অঙ্গ
সর্বোদয় (Sarvodaya)	সকলের কল্যাণ
অন্ত্যোদয় (Antyodaya)	দরিদ্রতমের কল্যাণ

গ) আলোচনা ও পরীক্ষার প্রশ্ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. অ্যারিস্টটল কেন রাজনীতিকে "সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান" বলেছেন?

2. ল্যাসওয়েলের "কে কী পায়, কখন, কীভাবে" কথাটির অর্থ কী?
3. সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব অনুযায়ী রাষ্ট্রের সাতটি অঙ্গের নাম লেখো।
4. রাজধর্ম কী?

রচনাধর্মী ও আলোচনামূলক প্রশ্ন

1. রাজনীতি কি শুধু সরকারের বিষয়, নাকি দৈনন্দিন জীবনেও আছে? উদাহরণ দাও।
2. অ্যারিস্টটলের রাজনীতির ধারণা আধুনিক ক্ষমতাভিত্তিক ধারণা থেকে কীভাবে আলাদা?
3. ক্লাসরুমের কোনো সিদ্ধান্ত বা পারিবারিক আলোচনায় "রাজনৈতিক" দিকটি চিহ্নিত করো।
4. কেউ কেউ রাজনীতিকে "নোংরা" মনে করেন কেন? এই মত কি যুক্তিসঙ্গত?
5. রাজনীতি বোঝা আজকের ভারতের একজন নাগরিককে কীভাবে সাহায্য করে?
6. ভারতীয় রাজধর্মের ধারণা আধুনিক "রাষ্ট্রের দায়িত্ব" ধারণা থেকে কীভাবে আলাদা?
7. একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা কি একই সঙ্গে বাস্তববাদী (কৌটিল্যের মতো) ও নৈতিক (গান্ধীর মতো) হতে পারে?
8. সমন্বয়ের উপর ভারতীয় জোর কি জাতিভেদ ও লিঙ্গবৈষম্যের মতো অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সঙ্গে খাপ খায়?
9. ভারতের সাংবিধানিক মূল্যবোধ (সাম্য, ন্যায়, স্বাধীনতা) ঐতিহ্যগত ধর্মীয় ধারণাকে কীভাবে প্রতিফলিত বা পরিবর্তিত করে?
10. ভারতীয় ও পাশ্চাত্য রাজনৈতিক ধারণার তুলনা করো।

•

SKC@ Department of Political Science